যায়যায়দিন

তারিখ ... 20 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

৩৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার কোটি টাকার অডিট আপত্তি

এম মামুন হোসেন

দেশের ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার ৩৮ হাজার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার তাগাদা দিলেও এর কোনো সুরাহা হয়নি। এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষভাবে চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালককে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) আলাদা চিঠি দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় হাজার কোটি টাকা কিভাবে ব্যয় করেছে, তার

অডিট : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অডিট : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। অডিট আপত্তি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে কয়েক দফা জানতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে সহস্রাধিক অডিট আপত্তি রয়েছে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশেষভাবে চিঠি দেয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে- হিসাবের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পাশাপাশি যাতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য বছরভিত্তিক অডিট আপত্তির তথ্য জানা অতি জরুরি।

সূত্র জানায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের তালিকায় শীর্ষে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের প্রায় ১৬৫ কোটি ৭৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকার হদিস নেই। এ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অর্থ বছরের জন্য সরকারের দেয়া অনুদানের প্রায় সমান। এত টাকা কোথায় ব্যয় হয়েছে তার হিসাব নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। সেই সঙ্গে কাগজপত্রও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ অর্থ কীভাবে ব্যয় হয়েছে তার হিসাব দিতে পারছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ১৯৭৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৫৯০টি সাধারণ, ১০১টি অগ্রীম ও ১৬টি বকেয়া অডিটের জবাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নেই।

এরপরই কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট আপত্তি বেশি। এদের পাঁচ শতাধিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি।

সম্প্রতি শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরগুলোর বিপরীতে বিপুলসংখ্যক অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকার পরেও যথাসময়ে নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯-এর ১৯(চ) ধারায় জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিবের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বর্ণিত হয়েছে। তাই এ মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায় ও সরকারি অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম পরিহার করে জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি হতে ক্রমাগত নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। এসব নির্দেশনা সত্ত্বেও যথাসময়ে ও যথাযথভাবে অডিট আপত্তির জবাব দাখিল করা হচ্ছে না। কারণ কখনোই সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ করা হয় না, রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা হয় না বা দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয় না, অথবা অন্য কর্মকর্তার সময়কালীন অডিট আপত্তি হওয়ায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রদর্শন করা হয়। এর ফলে অডিট নিষ্পত্তিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। পক্রিয়াতে পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সময়ের ব্যবধানে অডিট আপত্তিগুলো সিএজির অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এতে মন্ত্রণালয়ের অবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং জাতীয় সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে।

পরিপত্রে আরো বলা হয়- যেসব সংস্থা প্রমাণসহ অডিট আপত্তির জবাব নির্ধারিত সময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হবে সেইসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিট ও আইন অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এসব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি প্রয়োজন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে গরিব মানুষের টাকায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে এসব অর্থ ব্যয় করে তা জানার অধিকার সবারই রয়েছে।